রিজাল এ কাশশি

অধ্যায়-৪৭

ইবনে সাবা লালানুল্লাহর প্রসঙ্গ

আরবি পৃষ্ঠা ১০১-১০৪

[١٧٠] ١ - حدَّثني محمد بن قولويه القُمّي، قال: حدَّثني سعد بن عبدالله بن أبي خلف القُمّي، قال: حدَّثني محمد بن عثمان العبدي٢، عن يونس بن عبدالرحمان، عن عبدالله بن سنان، قال: حدَّثني أبي، عن أبي جعفر عليه السلام: إنَّ عبدالله بن سبأ كان يدَّعي النبوة، ويزعم أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الله، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله، فأقرَّ بذلك وقال: نعم أنت هو، وقد كان أُلقي في روعي أنَّك أنت الله وأنّي نبي، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أُمُّك وتُب، فأبى، فحبسه واستتابه ثلاثة أيّام فلم يتُب، فأحرقه بالنّار وقال: إنَّ الشيطان استهواه، فكان يأتيه ويلقى في روعه ذلك.

১৭০/ ১ - মুহাম্মদ ইবনে কুলুওয়াই আল-কুম্মী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সা'দ ইবনে[আব্দুল্লাহ ইবনে] আবী খালাফ আল-কুম্মী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: মুহাম্মদ ইবনে উসমান আল-আবদী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইউনুস ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে সিনান থেকে, তিনি বলেছেন: আমার পিতা আমার :কাছে ইমাম আবু জাফর (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেছেন

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নবুওয়াতের দাবি করত এবং ধারণা করত যে আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম)-ই হলেন আল্লাহ—তিনি (আল্লাহ) তাদের এই অসত্য দাবি থেকে বহুগুণ ঊর্ধ্বে ও পবিত্র। এ কথা আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর কানে পৌঁছালে তিনি তাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন। সে (নিজের দাবিতে) স্বীকৃতি দেয় এবং বলে: ""হ্যাঁ, আপনিই তিনি (আল্লাহ)। আমার হৃদয়ে এটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে যে আপনিই আল্লাহ এবং আমি একজন নবী।

তখন আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন: "তোমার ধ্বংস হোক! শয়তান তোমাকে উপহাস করেছে। অতএব এ থেকে ফিরে এসো—তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক!—এবং তওবা করো।" কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করল। তাই তিনি তাকে বন্দি করলেন এবং তিন দিন ধরে তওবা করার সুযোগ দিলেন, কিন্তু সে তওবা করল না। অতঃপর তিনি তাকে আগুনে পুড়িয়ে (মৃত্যুদণ্ড দিয়ে) দিলেন এবং বললেন: "শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করেছিল; সে তার কাছে আসত এবং তার হৃদয়ে এসব ঢেলে দিত।

[١٧١] ٢ - حدَّثني محمد بن قولويه، قال: حدَّثني سعد بن عبدالله، قال: حدَّثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول - وهو يحدِّث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ، وما ادّعى من الربوبية في أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب - فقال: إنّه لمّا ادّعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين عليه السلام، فأبى أن يتوب فأحرقه بالنّار.

১৭১/ ২ -মুহাম্মদ ইবনে কুলুওয়াই আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সা'দ ইবনে আব্দুল্লাহ আমার কাছে বর্ণনা] করেছেন, তিনি বলেছেন: ইয়াকুব ইবনে ইয়াযীদ এবং মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবী :উমাইর থেকে, হিশাম ইবনে সালিম থেকে, তিনি বলেছেন

আমি আবু আব্দুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর সঙ্গীদের কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা এবং সে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি যে রবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব/খোদাঈ)-এর দাবি করেছিল—সেই হাদিস বর্ণনা করার সময় বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: সে যখন তাঁর সম্পর্কে এই দাবি করল, তখন আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম) তাকে তওবা করতে বললেন। কিন্তু সে তওবা করতে অস্বীকার করল, ফলে তিনি তাকে আগুনে পুড়িয়ে (মৃত্যুদণ্ড দিয়ে) দিলেন।

[١٧٢] ٣ - حدَّثني محمد بن قولويه، قال: حدَّثني سعد بن عبدالله، قال: حدَّثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن فُضالة بن أيّوب الأزدي، عن أبان بن عثمان، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لعن الله عبدالله بن سبأ، إنّه ادّعى الربوبية في أميرالمؤمنين عليه السلام، وكان والله أميرالمؤمنين عليه السلام عبداً لله طائعاً، ألا ويل لمن كذب علينا، وإنّ قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم.

১৭২/৩ -মুহাম্মদ ইবনে কুলুওয়াই আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সা'দ ইবনে আব্দুল্লাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইয়াকুব ইবনে ইয়াযীদ এবং মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনে মাহযিয়ার থেকে, ফুদ্বালাহ ইবনে আইয়ুব আল-আযদি থেকে, আবান ইবনে উসমান থেকে, তিনি বলেছেন:

আমি আবু আব্দুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহর অভিশাপ হোক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার ওপর, সে আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি রবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব/খোদাঈ)-এর দাবি করেছিল। অথচ আল্লাহর কসম, আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম) ছিলেন আল্লাহর একজন অনুগত বান্দা। সাবধান! দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা আমাদের ওপর মিথ্যা আরোপ করে। একদল লোক আমাদের সম্পর্কে এমন সব কথা বলে যা আমরা নিজেদের সম্পর্কে বলি না; আমরা আল্লাহর কাছে তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিচ্ছি, আমরা আল্লাহর কাছে তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিচ্ছি।

[١٧٣] ٤ - وبهذا الاسناد عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه والحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال عليّ بن الحسين عليهما السلام: لعن الله من كذب علينا، إنّي ذكرت عبدالله بن سبأ فقامت كلّ شعرة في جسدي، لقد ادّعى أمراً عظيماً، ما له لعنه الله، كان عليّ عليه السلام والله عبداً لله صالحاً، أخو رسول الله، ما نال الكرامة من الله إلاّ بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامة من الله إلاّ بطاعته لله.

১৭৩/৪ - এবং এই সনদেই ইয়াকুব ইবনে ইয়াযীদ থেকে, ইবনে আবী উমাইর থেকে; এবং আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, তাঁর পিতা ও আল-হুসাইন ইবনে সাঈদ থেকে, ইবনে আবী উমাইর থেকে, হিশাম ইবনে সালিম থেকে, আবু হামযাহ আল-ছুমালী থেকে, তিনি বলেছেন:

আলী ইবনে আল-হুসাইন (আলাইহিমাস সালাম) বলেছেন: "আল্লাহর অভিশাপ হোক তার ওপর যে আমাদের নামে মিথ্যা রটায়। আমি যখন আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার কথা স্মরণ করি, তখন আমার শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে যায়! সে এক মহা-ভয়াবহ দাবি করেছিল! তার কী হলো—আল্লাহ তার ওপর অভিশাপ দিন! আল্লাহর কসম, আলী (আলাইহিস সালাম) ছিলেন আল্লাহর একজন সৎকর্মশীল বান্দা এবং আল্লাহর রাসূলের ভাই। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের

মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর কাছ থেকে এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন; আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি) আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর কাছ থেকে পরম মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

[١٧٤ ٥ - وبهذا الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إنَّا أهل بيت صدّيقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق الناس لهجة وأصدق البريّة، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أميرالمؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسول الله، وكان الّذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبدالله بن سبأ.

১৭৪/ ৫ -এবং এই সনদেই মুহাম্মদ ইবনে খালিদ আল-তয়ালিসী থেকে, ইবনে আবী নাজরান থেকে, আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি বলেছেন:

আবু আব্দুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন: "আমরা আহলে বায়াত সত্যবাদী, কিন্তু আমরা এমন মিথ্যাবাদীদের উপদ্রব থেকে মুক্ত নই যারা আমাদের নামে মিথ্যা রটায় এবং মানুষের কাছে আমাদের ওপর মিথ্যা আরোপ করে আমাদের সততাকে বিনষ্ট করতে চায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি) ছিলেন কথায় সবচেয়ে সত্যবাদী এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সত্যনিষ্ঠ মানুষ, আর মুসাইলামা (কাজ্জাব) তাঁর নামে মিথ্যা রটাত। আর আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম) ছিলেন রাসূলুল্লাহর পর আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী, আর যে ব্যক্তি তাঁর নামে মিথ্যা রটাত, তাঁর সততাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র করত এবং আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিত, সে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা।

وذكر بعض أنّ عبدالله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علياً عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديّته في يوشع بن نون وصيّ موسى بالغلوّ، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في عليّ عليه السلام مثل ذلك، وكان أوّل من شهر بالقول بفرض إمامة عليّ وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفّرهم، فمن هاهنا قال من خالف الشيعة: أصل التشيّع والرفض مأخوذ من اليهودية.

"এবং কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা একজন ইহুদি ছিল, পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আলী (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। সে তার ইহুদি অবস্থায় থাকা কালেই মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ওয়াসী (উত্তরাধিকারী) ইউশা ইবনে নূন সম্পর্কে অতিরঞ্জন (গুলূ) করত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি)-এর ওফাতের পর সে ইসলামে থাকা অবস্থায় আলী (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কেও অনুরূপ কথাবার্তা বলতে শুরু করে।

সে-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি আলী (আলাইহিস সালাম)-এর ইমামত ফরজ বা আবশ্যিক হওয়ার কথা প্রকাশ্যে প্রচার করে, তাঁর শত্রুদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয় এবং তাঁর বিরোধীদের উন্মোচিত ও কাফের আখ্যায়িত করে। এ কারণেই শিয়াদের বিরোধীরা বলে থাকে: 'শিয়া মতবাদ ও রাফজ-এর মূল ভিত্তি ইহুদিধর্ম থেকে গৃহীত।' "

কিছু কথা

উপস্থাপিত রিজাল আল-কাশ্শি, অধ্যায়-৪৭ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সম্পর্কে স্পষ্ট ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় সত্য উন্মোচিত হয়। এই রিওয়ায়াতগুলোর আলোকে উভয় পক্ষের (সুন্নিদের নির্দিষ্ট দাবি এবং ইবনে সাবাকে অস্বীকারকারী শিয়া গবেষকদের) অবস্থানের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. সুন্নিদের প্রধান দাবির অসারতা

সুন্নি ঐতিহাসিক ও বিতর্কবিদদের প্রধান দাবি হলো—আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ব্যক্তিটিই শিয়া মতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং শিয়া আকিদার মূল ভিত্তি ইহুদিধর্ম থেকে উদ্ভূত। কিন্তু রিজাল আল-কাশ্শির উল্লিখিত হাদিসসমূহ এই দাবিকে সম্পূর্ণ খণ্ডন করে:

- আহলে বাইতের কঠোর প্রত্যাখ্যান ও অভিসম্পাত: ইমাম বাকির (আ.), ইমাম সাদিক (আ.) এবং ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে ইবনে সাবাকে অভিসম্পাত (লানত) করেছেন। যদি সে শিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হতো, তবে শিয়া ইমামগণ তাকে পথভ্রষ্ট ও শয়তানের অনুসারী হিসেবে ধিক্কার দিতেন না।
- আকিদাগত স্পষ্ট পার্থক্য: ইবনে সাবা দাবি করেছিল হযরত আলী (আ.) স্বয়ং ঈশ্বর (নাউজুবিল্লাহ) এবং সে নিজে নবী। অন্যদিকে শিয়া আকিদা অনুযায়ী হযরত আলী (আ.) আল্লাহর একজন অনুগত বান্দা, ইমাম ও রাসুল (সা.)-এর ওয়াসী। হাদিস ৩ ও ৪-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে, আলী (আ.) আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই মর্যাদা পেয়েছেন।
- আলী (আ.) কর্তৃক শাস্তি প্রদান: হাদিস ১ ও ২ অনুযায়ী, ইবনে সাবার ভণ্ডামি ও চরমপন্থী (গুলূ) আকিদা প্রকাশের পর হযরত আলী (আ.) তাকে বন্দি করেন, তওবার সুযোগ দেন এবং তওবা না করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। যে ব্যক্তিত্বকে আলী (আ.) নিজেই ভণ্ড হিসেবে শাস্তি দিয়েছেন, তাকে শিয়া মতবাদের মূল প্রতিষ্ঠাতা দাবি করা চরম বৈপরীত্য।

২. ইবনে সাবাকে 'কাল্পনিক' দাবি করা শিয়া আলেমদের অজ্ঞতা

শিয়াদের একটি আধুনিক গবেষক দাবি করে থাকেন যে ইবনে সাবা সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। রিজাল আল-কাশ্শির এই নির্ভরযোগ্য (সহিহ ও হাসান সনদে বর্ণিত) হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে তাঁদের এই অবস্থান অজ্ঞতা ও তথ্যগত ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

- রেওয়ায়েতের সনদের দৃঢ়তা: রিজাল আল-কাশ্শি শিয়া রিজাল শাস্ত্রের অন্যতম প্রাথমিক ও নির্ভরযোগ্য উৎস। এতে বর্ণিত ১ থেকে ৫ নম্বর হাদিসগুলোর সনদে সা'দ ইবনে আবদুল্লাহ, ইয়াকুব ইবনে ইয়াজিদ, ইবনে আবী উমাইর এবং হিশাম ইবনে সালিমের মতো অত্যন্ত বিশ্বস্ত (সিকা) বর্ণনাকারী রয়েছেন।
- আইম্মাগণের স্পষ্ট সাক্ষ্য: একাধিক মাসুম ইমামের (ইমাম বাকির, ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম সাদিক) স্পষ্ট বক্তব্য প্রমাণ করে যে ইবনে সাবা কোনো কাল্পনিক চরিত্র ছিল না, বরং সে ইতিহাসের এক বাস্তব ও পথভ্রষ্ট চরমপন্থী (গালি) ব্যক্তিত্ব ছিল।
- ঐতিহাসিক বাস্তবতা স্বীকার: মূল হাদিসসমূহ অস্বীকার করার অর্থ হলো শিয়া রিজাল শাস্ত্রের সুসংবদ্ধ সনদের নির্ভরযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

ঐতিহাসিক ও হাদিসভিত্তিক সত্য হলো—আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা কোনো কাল্পনিক চরিত্র ছিল না; সে এক বাস্তব চরমপন্থী ও ভণ্ড চরিত্র ছিল। তবে, সে কোনোভাবেই শিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিল না। আহলে বাইতের ইমামগণ তার কুফরি আকিদাকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং শিয়া আকিদা থেকে তাকে সম্পূর্ণ পৃথক ও মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

ধন্যবাদান্তেঃ আসিফ আলী ইমামি
(আমিন-এ মাকতাব-এ সাকালাইন)